بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪০-১২/০৩ | শুক্রবার, ২২ জিলহজ্জ, ১৪৪০ হিজরী | ২৩/০৮/২০১৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কাশ্মিরের জনগণ মুসলিম উম্মাহ্'র অবিচ্ছেদ্য অংশ, কাশ্মির ভারতের নিছক 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' নয়
মুশরিক ভারতের দখলদারিত্ব থেকে কাশ্মিরকে মুক্ত করতে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ আজ (২৩/০৮/২০১৯) শুক্রবার বাদ জুম'আ ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে হাসিনা সরকার কর্তৃক কাশ্মিরকে ভারতের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' আখ্যায়িত করা এবং ভারতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন না করতে জনগণকে হুমকি প্রদানের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তাগণ কাশ্মিরের মুসলিমদের বর্তমান চরম দূরাবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলেন: বিশ্বাসঘাতক মুসলিম শাসকদের চরম নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের অবৈধ সন্তান মুশরিক ভারত কাশ্মীরকে পুরোপুরি দখলের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং কাশ্মীরকে এই উপমহাদেশের 'ফিলিস্তিন' বানানোর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করছে। কসাই মোদী সরকার কর্তৃক ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পর কাশ্মিরকে একটি মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত করা হয়েছে। বিপুল পরিমান সেনা সদস্য মোতায়েন করে, কারফিউ পরিস্থিতি তৈরি করে, টেলিফোন ও ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন করে অবরুদ্ধ কাশ্মিরের মুসলিমদের উপর চালানো হচ্ছে নির্মম নির্যাতন। বাড়ী বাড়ী হানা দিয়ে চলছে ব্যাপক গ্রেফতার অভিযান, বিক্ষোভগুলোতে চালানো হচ্ছে নির্বিচারে গুলি, গুলিবিদ্ধরা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে পারছেন না কারণ সেখানেও তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, আমরা প্রত্যক্ষ করছি কাশ্মিরের মুসলিমদের এই দূরাবস্থার সাথে উপহাসস্বরূপ বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকার ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাংলাদেশে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। যখন কাশ্মিরের মুসলিমদের সাহায্যে, তাদেরকে ভারতের দখলদারিত্ব হতে মুক্ত করতে সেনাবাহিনী প্রেরণের প্রয়োজন ছিল তখন হাসিনা সরকার তার সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিক প্রভুদের তুষ্ট করতে কাশ্মির ইস্যুকে ভারতের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' আখ্যায়িত করে মুসলিমদের সাথে গাদ্দারী করেছে। শুধু এতেই ক্ষান্ত হয়নি উপরন্তু হুমকি দিয়েছে যেন বাংলাদেশের জনগণ কাশ্মিরের মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ না করে। বিশ্বাসঘাতক হাসিনা সরকার সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এই নির্দেশকে অমান্য করেছে: **"যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য কামনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য"** [সূরা আল-আনফাল : ৭২]।

বক্তাগণ আরও বলেন: **হে মুসলিমগণ!** কাশ্মিরের জনগণ মুসলিম উম্মাহ্'র অবিচ্ছেদ্য অংশ, ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: *"মুসলিম উম্মাহ্ একটি শরীরের মত। এর একটি অংশ আঘাত প্রাপ্ত হলে সমস্ত শরীর সেই ব্যথা অনুভব করে।"* [সহীহ্ মুসলিম]। অর্থাৎ কাশ্মির, ফিলিস্তিন, মিয়ানমারসহ বিশ্বের যেকোন মুসলিমদের সমস্যা সমস্ত মুসলিম উম্মাহ্'র সমস্যা, যা বিশ্বের যেকোন প্রান্তের একজন মুসলিমকে কষ্ট দেয় তা সমগ্র উম্মাহ্'কে কষ্ট দেয়। তাই কাশ্মিরসহ বিশ্বের নির্যাতিত সকল মুসলিমদের পক্ষে অবস্থান নেয়া এবং তাদের সমস্যার সমাধান করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

উম্মাহ্'র সঠিক ও নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব তথা খলিফার অনুপস্থিতির কারণেই আজ কাশ্মীরের এই দুঃখজনক পরিণতি। বিষয়টি এমন নয় যে, ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের কারণে কাশ্মীর বর্তমানে অরক্ষিত হয়ে পড়েছে, কারণ এটি ভারতীয় দখলদারিত্বের অধীনেই ছিল। বরং এই দুঃখজনক পরিণতির যাত্রা শুরু হয়েছিল যখন দালাল মুসলিম শাসকদের সহায়তায় কাফির সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯২৪ সালে ৩রা মার্চ খিলাফত রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটায় এবং উম্মাহ্'কে ৫০টিরও অধিক জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত করে তাদের দালাল শাসক ও কুফর মানবরচিত শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। শত্রুর চোখে আমরা হয়ে পড়ি দুর্বল ও নেতৃত্বহীন। অতঃপর হিংস্র পশুর মত তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এবং কাশ্মীরসহ বিভিন্ন মুসলিম ভূ-খন্ডে সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের আগ্রাসন বিস্তার লাভ করে।

বক্তাগণ আরও বলেন: **হে মুসলিমগণ!** জাতিসংঘ, ওআইসি সাম্রাজ্যবাদীদের হাতিয়ার মাত্র। তারা মুসলিমদের ভাগ্য নির্ধারক হতে পারে না। আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্রই সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের দখলদারিত্ব হতে কাশ্মিরসহ বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিমদের মুক্ত করতে সেনাবাহিনী প্রেরণ করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: *"অবশ্যই তোমাদের মধ্যে একটি সেনাবাহিনী হিন্দুস্তানের (ভারত) সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই বাহিনীর যোদ্ধাদের বিজয় দান করবেন। তারা হিন্দুস্তানের শাসকদের বেড়ি পড়িয়ে নিয়ে আসবে। আল্লাহ্ সেই বাহিনীর যোদ্ধাদের মাগফিরাত দান করবেন..."* [কিতাবুল ফিতান]।

পরিশেষে বক্তাগণ মুসলিমদের আহ্বান জানিয়ে বলেন: **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর আহ্বানে সাড়া দিন - মুশরিক ভারতের দখলদারিত্ব থেকে কাশ্মিরকে মুক্ত করতে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এই মেরুদণ্ডহীন সরকারের কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশার নাই, যেকিনা নিজদেশের মুসলিমদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের অনুরূপ মিশনে নিয়োজিত রয়েছে, এবং মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। তাই এটাই আদর্শ সময়, সাম্রাজ্যবাদীদের কাফির-মুশরিকদের দালাল হাসিনা সরকারকে অপসারণ এবং মুসলিম উম্মাহ্'র রক্ষাকবচ খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ প্রদানে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের নিকট দাবী তুলুন, যা প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আরাকানসহ বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিমদের রক্ষা করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"ইমাম (খলিফা) হচ্ছেন সেই ঢাল যার পেছনে মুসলিমরা যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে রক্ষা করে।" [সহীহ্ মুসলিম]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ